শেখ হাসিনার বারতা, নারী পুরুষ সমতা।

কিশোরী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা সৃষ্টিতে স্যানেটারী টাওয়েল প্রস্তুত ও বিতরণ শীর্ষক কর্মসূচি।

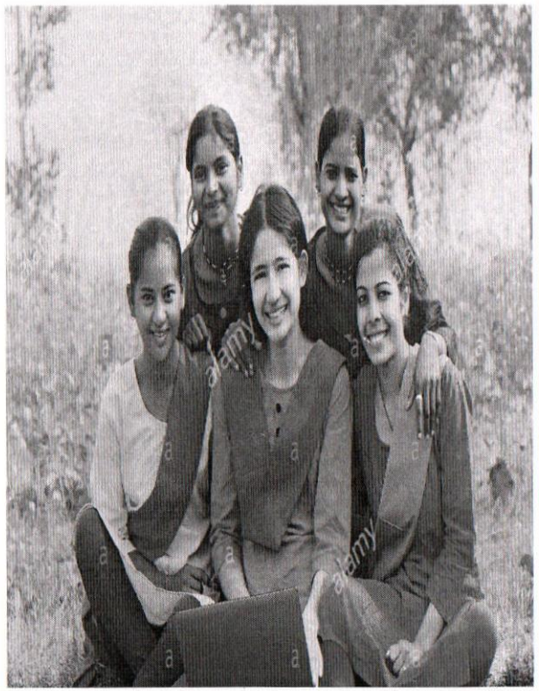

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
Web: www.dwa.gov.bd

পটভূমি (Introduction):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মসূচিটি প্রথম বারের মত দেশের ৩২টি জেলার কার্যক্রম শুরু করেছে। ইহা সরকারের অনুন্নয়ন বাজেটের অর্থায়নে চলমান একটি কর্মসূচি।

উদ্দেশ্য (Objective):

তৃণমূল পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের কিশোরী ও মহিলাদেরকে স্যানিটারী ন্যাপকিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ ও বৃদ্ধিকরণ, যা তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা (Personal hygiesne) উন্নয়নে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

লক্ষ্যসমূহ (Goals):

- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩২টি জেলা সদরে (সদরে ২টি স্কুল এবং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১টি উপজেলার ২টি স্কুল করে) ১২৮টি স্কুলের ২৫৬০০ জন কিশোরীকে বিনামূল্যে ৬,১৪,৪০০ (ছয় লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত) স্যানেটারী ন্যাপকিন সরবরাহ করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এককালীন ২৫৬ জন নারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মানসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কিশোরী স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
- নারী উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মানসম্মত স্যানিটারী ন্যাপকিন উৎপাদন ও বিতরণের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কিশোরী স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
- ৩২টি জেলার ১২৮টি স্কুলের ১২৮ জন নারী শিক্ষককে (ক্রীড়া শিক্ষক প্রাধান্য পাবেন) স্যানিটারি ন্যাপকিন, প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

স্যানেটারী টাওয়েল তৈরি করার প্রশিক্ষণ গ্রহণের ছবি।

বাস্তবায়ন কৌশল (Implementing Strategy)

- স্বাস্থ্য একটি স্বীকৃত মানবাধিকার সার্বিক জনগনের সুস্বাস্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সেবা প্রাপ্তিতে সাম্য, লিঙ্গ সমতা, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সেবা নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। জনগণের স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন দারিদ্র্য নিরসনে অত্যাবশ্যকীয়।
- রাষ্ট্রের নিকট জনগণের অন্যতম চাহিদার একটি হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা। স্বাস্থ্য সেবা রাষ্ট্রের করণীয় হিসেবে ১৯৭২ সালে সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫ক এবং ১৮ ১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১ এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ তে নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। যাহার অধীনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চাহিদা পুরণে সক্ষম একটি সুসংগঠিত, টেকসই (Sustainable) ও সমতা ভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা গড়ে তোলা।
- স্বাস্থ্য সম্মত স্যানেটারি ন্যাপকিন ব্যবহার কিশোরী ও নারীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের জন্য একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। কিন্তু বাংলাদেশের মাত্র ৯ শতাংশ মহিলা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে, যেখানে উন্নত দেশসমূহে ৯০ শতাংশ মহিলা স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করে।
- স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার না করার ফলে অধিকাংশ স্কুল কলেজগামী কিশোরী এবং কর্মজীবী মহিলা কর্মক্ষেত্র থেকে মাসিককালীন অনুপস্থিত থাকে। তাছাড়া অনিরাপদ প্যাড ব্যবহারের ফলে মহিলারা অনেক রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়।

কমিটি (Committee) সমূহ:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ এর সমন্বয়ে তিনটি কমিটি আছে। যেমন-

ক) এ্যাডভাইজারি কমিটি
খ) বাস্তবায়ন ও পরিচালনা কমিটি এবং
গ) স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি।

সূচক (Indicatiors):

কর্মসূচিটি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্রের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত যেমন-

- এই কর্মসূচির ফলে নারী স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং নারী উন্নয়নের গতি সঞ্চারিত হবে। অন্ততঃ ৭৫% প্রকল্প সুবিধাভোগী উল্লেখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করবে।
- অধিক হারে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- নারীর বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়ন হবে।
- পর্যায়ক্রমে দেশের দারিদ্র বিমোচন হবে।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিষয়ে এককালীন ২৫৬ জন নারী উদ্যোক্তা এবং ১২৮ জন নারী শিক্ষক প্রশিক্ষিত হবে।
- তৈরি হবে নারী উদ্যোক্তা যারা স্থানীয় পর্যায়ে উৎপাদিত স্যানিটারী ন্যাপকিন পৌঁছে দিবে।

যৌক্তিকতা (Logic):

- বাংলাদেশের অধিকাংশ কিশোরী ও মহিলা উপকারভোগীদের মাসিকের সময় সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন যা তাদের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।
- যদিও জাতীয় পর্যায়ে বেশ কিছু ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানী বেশ ব্যয় সাপেক্ষ স্যানেটারি ন্যাপকিন বাজারজাত করে তা স্থানীয় মহিলাদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করেনা। তাই স্থানীয় মহিলারা স্যানেটারি ন্যাপকিন ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ। সেই কারণে এই কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে স্যানেটারি ন্যাপকিন উৎপাদন ও বাজারজাত করণের প্রস্তাব করা হয়েছে।
- এই প্রকল্পের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে মহিলা উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হবে যা কমিশনের ভিত্তিতে স্থানীয় পর্যায়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার, বিতরণ ও বিপণন করবে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদেরকে স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- স্কুল, কলেজগামী কিশোরী এবং দু:স্থ মহিলা যারা টাকা দিয়ে স্যানিটারী ন্যাপকিন কিনতে পারেনা তাদেরকে বিনামূল্যে/স্বল্প মূল্যে দেয়া হবে। সচেতনতা মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

এভাবে তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং জনচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর চাহিদা ও ব্যবহার বাড়বে যা, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটাবে এবং মাসিক জনিত কারণে স্কুলে, কলেজ এবং কর্মস্থল থেকে অনুপস্থিতি কমানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সংক্রামন রোগ হতে মুক্ত থাকবে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা
ওয়েবঃ www.dwa.gov.bd